

ধর্মমঘে সমাধি

ধর্মমঘে সমাধি হল যোগেরে সর্বোচ্চ পর্যায়--যেখানে 'পুণ্যেরে মঘে' বা 'ধর্মেরে মঘে' বর্ষতি হয় এবং যোগী সকল প্রকার দুঃখ, কর্মফল, এবং দ্বিধা থেকে মুক্ত হন। এই স্তরে, যোগী নিজেরে অস্‌তিত্বকে পরম সত্যের সাথে একীভূত করেন এবং আনন্দ ও বিশুদ্ধতার পূর্ণতা লাভ করেন। এটি সকল প্রকার সীমাবদ্ধতা এবং 'অহং'-এর অবসান ঘটায়, এবং যোগী একটি সম্পূর্ণ বৈশম্যহীন অবস্থায় পৌঁছান।
যেহেতু এই সমাধি সর্বদা কবৈল্যের রাজ্য বর্ষণ করে, কর্মেরে ফল থাকে বলা হয়, অকৃষ্ণ ও অসুকলা, তাকে বলা হয়, ধর্মমঘে। এটি সত্যিই একটি উল্লেখযোগ্য নাম।
ধর্ম মঘেরে অর্থ: 'ধর্ম' মানে পুণ্য এবং 'মঘে' মানে যা বৃষ্টি বর্ষণ করে। তাই, ধর্ম মঘে বলতে পুণ্য বা গুণের বর্ষণকারী মঘে বোঝানো হয়।

সমাধির চূড়ান্ত পর্যায়: এটি নির্বীজ সমাধির চূড়ান্ত পর্যায়, যেখানে যোগী সকল প্রকার শক্তি ও ক্রমতাকে প্রত্যাখ্যান করেন এবং চরম জ্ঞান লাভ করেন।
কর্মফল থেকে মুক্তি: ধর্ম মঘে সমাধির মাধ্যমে সকল কলশে এবং কর্মফলের অবসান ঘটে, এবং যোগী 'পুরুষ' বা পরম সত্যের সাথে একীভূত হন।
অস্‌তিত্বের রূপান্তর: এই স্তরে, যোগীর সম্পূর্ণ সত্তা বিশুদ্ধতা, আনন্দ এবং জ্ঞানে পূর্ণ হয়ে যায়।

আবশ্যিকার অবস্থা: এটি এমন একটি অবস্থা যেখানে যোগী সর্বজ্ঞতার প্রতিটি অরুচিশীল হয়ে যান এবং এক ধরনের চরিত্র বৈশম্যমূলক জ্ঞান লাভ করেন।

বৈশিষ্ট্য:----

নির্বীজ সমাধি: এটি নির্বীজ সমাধির একটি স্থিতি সর্বোচ্চ রূপ, অর্থাৎ এখানে মনের মধ্যে কোনো বীজ বা কর্মের অবশিষ্টাংশ থাকে না।

মুক্তি বা কবৈল্য: এই পর্যায়, অর্জনের মাধ্যমে যোগী জন্ম-মৃত্যুর চক্র থেকে সম্পূর্ণ মুক্তি বা কবৈল্য লাভ করেন।

সহজ কথায়, এটি এমন এক আধ্যাত্মিক অবস্থা যেখানে ব্যক্তিসমস্ত বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে পরম শান্তি ও জ্ঞান লাভ করে।